আবদ্ধ যে বন্ধন

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

আবদ্ধ যে বন্ধন

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটির প্রস্তুতিতে প্রতিটি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, প্রকাশক এখানে থাকা তথ্য ব্যবহার করার ফলে ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা ক্ষতির জন্য কোনও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করবেন না।

আবদ্ধ যে বন্ধন

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে।

ভূমিকা

ইসলামের সমগ্র শিক্ষা জুড়ে মুসলমানদেরকে তাদের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার পূরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন বিশ্বাস, রক্ত এবং নৈকট্যের মাধ্যমে। তাই এই বইটি এই ধরনের কিছু কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করবে যাতে মুসলমানরা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে এই সম্পর্কগুলি বজায় রাখার চেষ্টা করতে পারে, যাতে তারা মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

আবদ্ধ যে বন্ধন

আত্মীয়স্বজন

প্রথম দল যাদের অধিকার পূরণ করতে হবে তাদের আত্মীয়। আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ইসলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক যা সফলতা চাইলে পরিত্যাগ করা যায় না। উভয় জগতে। কারো ঈমানের প্রকৃত নিদর্শন হল সারাদিন মসজিদে মহান আল্লাহর ইবাদত করে কাটানো নয় বরং তা হলো মহান আল্লাহর হক আদায় করা এবং সৃষ্টির হক আদায় করা। সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। ইসলামের পোশাক পরে কেউ ধার্মিকতার জাহির করতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারে না । যখন একজন মোড় নেয় ইতিহাসের পাতায় তারা সর্বদা লক্ষ্য করবে যে, মহান আল্লাহর ধার্মিক বান্দাগণ তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এমনকি যখন তাদের আত্মীয়রা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল তখনও তারা সদয় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।"

সহীহ মুসলিম, 6525 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সর্বদা তাকে সাহায্য করবেন যে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করে এমনকি যদি তাদের আত্মীয়রা কিছু কঠিন করে দেয়। তাদের জন্য।

ভালোর জবাব ভালো দিয়ে দেওয়া বিশেষ কিছু নয়, যেখানে ভালোকে মন্দের জবাব দেওয়াই একজন আন্তরিক বিশ্বাসীর লক্ষণ। প্রাক্তন আচরণ এমনকি প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই , যখন কেউ একটি প্রাণীর সাথে সদয় আচরণ করে তখন এটি আবার স্নেহ প্রদর্শন করবে। সহীহ বুখারী, 5991 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি যে আত্মীয়স্বজন ছিন্ন করলেও সম্পর্ক বজায় রাখে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত ছিলেন তার আত্মীয়দের অধিকাংশ দ্বারা কিন্তু তিনি সবসময় তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন.

এটা সাধারণভাবে জানা যায় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য ছাড়া কেউ সফলতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু সহীহ বুখারীর ৫৯৮৭ নম্বর হাদিসে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে তিনি তার সাথে বন্ধন ছিন্ন করবেন। মনে রাখবেন, এটি নির্বিশেষে সত্য ফরজ নামাজের মতো ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর হক আদায়ের জন্য কতটা সংগ্রাম করে। মহান আল্লাহ যদি একজন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তাহলে তারা কিভাবে তার নৈকট্য ও চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করবে?

উপরন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ শাস্তি বিলম্বিত করেন মানুষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য পাপের অনুতাপ করা। কিন্তু পার্থিব কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হয়। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4212 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, আজ বিশ্বে সম্পর্ক ছিন্ন করা সাধারণত দেখা যায়। তুচ্ছ পার্থিব কারণে মানুষ সহজেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। তারা যে কোন ক্ষতি চিনতে ব্যর্থ বস্তুজগতে যা ঘটে তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহ তায়ালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে উভয় জগতেই তারা দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার একটি কারণ যা সাধারণত ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যখন কেউ তাদের পেশার মাধ্যমে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় পৌঁছায়। এটি তাদের আত্মীয়দের পরিত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সাথে আর যোগাযোগ করার যোগ্য নয়। তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি তাদের ভালবাসা তাদের বিভ্রান্তির দরজায় ঠেলে দেয় যা তাদের বিশ্বাস করে যে তাদের আত্মীয়রা তাদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ কেড়ে নিতে চায়।

পবিত্র কুরআন ইঙ্গিত করে যে এই বন্ধনগুলি কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 1:

"...আর আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরকে এবং গর্ভকে চাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বদাই তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।"

এই আয়াতটিও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় না রেখে তাকওয়া অর্জন করা যায় না। তাই যারা ঈমান এনেছে অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে তারা তা অর্জন করতে পারে এবং উপবাস ভুল প্রমাণিত হয় এবং তাই তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে হবে।

ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করার মাধ্যমে সব ধরনের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে শেখায় যেগুলো যখনই এবং যেখানেই সম্ভব ভালো। তাদের একটি গঠনমূলক মানসিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা সমাজের স্বার্থে আত্মীয়দের একত্রিত করে না একটি ধ্বংসাত্মক মানসিকতা যা শুধুমাত্র পরিবারের মধ্যে বিভাজন ঘটায়। সুনানে আবু দাউদ, 4919 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ব্যক্তিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাদেরকে পবিত্র কোরআনে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 22-23:

"সুতরাং, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করবে? [যারা তা করে] তারাই যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন..."

এই দুনিয়াতে বা পরকালে কেউ কিভাবে তাদের বৈধ ইচ্ছা পূরণ করতে পারে যখন তারা মহান আল্লাহর অভিশাপে পরিবেষ্টিত এবং তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত?

তাদের আত্মীয়স্বজনদের সমর্থনে তাদের সাধ্যের বাইরে যাওয়ার আদেশ দেয় না এবং তাদের আত্মীয়দের জন্য মহান আল্লাহর সীমাকে ত্যাগ করতে বলে না কারণ এর অর্থ হলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা। এটি সুনান আবু দাউদ, 2625 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, কেউ কখনই তাদের আত্মীয়দের সাথে খারাপ কাজের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে একজন মুসলমানের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সৎকাজের আদেশ দিন এবং তাদের প্রতি সম্মান বজায় রেখে মন্দ কাজ থেকে মৃদুভাবে নিষেধ করুন। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

" এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অগণিত সুবিধা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী দ্বারা প্রাপ্ত হয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি সম্পর্ক বজায় রাখে সে তাদের রিযিকে এবং তাদের জীবনে অতিরিক্ত অনুগ্রহে ধন্য হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 1693 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল তাদের রিযিক যত কমই হোক না কেন তাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এটি তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করবে। এবং শরীর। জীবনে অনুগ্রহ মানে তারা তাদের সমস্ত ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের জন্য সময় পাবে। এ দুটি দোয়া মুসলমানরা তাদের সারা জীবন এবং সম্পদ অর্জনের

চেষ্টায় ব্যয় করে কিন্তু অনেকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয় যে, মহান আল্লাহ তাদের উভয়কেই স্থান দিয়েছেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায়

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তাদের অমুসলিম আত্মীয়দের সাথেও এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা । সহীহ মুসলিম, 2324 নম্বরে এই পরামর্শ দেওয়া একটি হাদিস পাওয়া যায়।

শয়তানের ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হ'ল সে আত্মীয়স্বজন এবং সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্য রাখে যা ভেঙে পরিবারগুলির দিকে নিয়ে যায়। এবং সামাজিক বিভাগ। ইসলামকে জাতি হিসেবে দুর্বল করাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ ক্ষোভ পোষণ করার জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছে যা কয়েক দশক ধরে চলে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে যায়। একজন ব্যক্তি কয়েক দশক ধরে একজন আত্মীয়ের সাথে ভাল আচরণ করবে কিন্তু একটি ভুল এবং তর্কের জন্য সে পরবর্তীতে তাদের সাথে আর কথা বলবে না বলে শপথ করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন সহীহ মুসলিম, 6526 নম্বরে পাওয়া যায় যে, একজন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। অ-আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ যদি এই হয় তাহলে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার গুরুতরতা কি কেউ কল্পনা করতে পারে? এই প্রশ্ন সহীহ বুখারী, 5984 নম্বরে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে পার্থিব কারণে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আয়াত ও হাদিসগুলোর প্রতি আমাদের অবশ্যই চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, কয়েক দশকের পাপের পরও যদি মহান আল্লাহ তার দরজা বন্ধ না করেন বা মানুষের সাথে সার্ভারের সংযোগ বন্ধ না করেন, তাহলে মানুষ কেন এত সহজে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ছোট ছোট পার্থিব বিষয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়? সমস্যা? এটি অবশ্যই পরিবর্তন হবে যদি কেউ মহান আল্লাহর সাথে তাদের সংযোগ অটুট রাখতে চায়।

মুসলমানদের

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন সকল মুসলমানের বজায় রাখা উচিত অন্য মুসলমানদের সাথে বন্ধন। এটি সমস্ত মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য, তারা সম্পর্কযুক্ত হোক বা না হোক এবং তারা একে অপরকে চেনে বা না জানুক। পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে মুসলমানদের অনেক অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সেগুলি শেখার এবং পূরণ করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, সহিহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের পাওনা পাঁচটি অধিকার তালিকাভুক্ত করেছেন।

প্রথমত, তারা শান্তির সালামের জবাব দিতে হবে যদিও উত্তর তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একজন মুসলমানকে তাদের কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদের প্রতি শান্তি ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে শান্তির ইসলামী অভিবাদন পূরণ করতে হবে। এটাই হলো শান্তির ইসলামি অভিবাদনের প্রকৃত অর্থ।

একজন মুসলমানের উচিত অসুস্থ মুসলমানদের দেখতে যাওয়ার চেষ্টা করা যাতে তাদের শারীরিক ও মানসিক সহায়তা দেওয়া হয়। সমস্ত অসুস্থ মুসলমানের সাথে দেখা করা কঠিন হবে তবে প্রতিটি মুসলমান যদি অন্তত তাদের অসুস্থ আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে যায় তবে অসুস্থদের বেশিরভাগই এই সহায়তা পাবে। সকল প্রকার নিরর্থক বা পাপপূর্ণ কথাবার্তা এবং কাজ এড়িয়ে চলতে হবে যেমন, পরচর্চা করা, অন্যথায় একজন মুসলিম আশীর্বাদের পরিবর্তে পাপ অর্জন করবে।

একজন মুসলমানের যখন সম্ভব তখন অন্য মুসলমানদের জানাজায় যোগদান করা উচিত কারণ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অতএব, উপস্থিতি যত বেশি মুসলমান তত ভাল। যেমন একজন চায় যে অন্যরা তাদের জানাজায় অংশ নেবে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করবে তাদেরও অন্যদের জন্য এটি করা উচিত। এই বিশেষ কাজটি একজন মুসলমানের জন্য একটি ভাল অনুস্মারক যে তারাও শেষ পর্যন্ত মারা যাবে। আশা করা যায়, এটি তাদের আচরণকে আরও ভালভাবে পরিবর্তন করবে যাতে তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবেলা করার মাধ্যমে তাদের নিজের মৃত্যুর জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত হতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, মুসলিমদের উচিত খাবার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের দাওয়াত গ্রহণ করা যতক্ষণ না কোনো বেআইনি বা অপছন্দনীয় কাজ না হয়, যা এই দিনে এবং যুগে খুবই বিরল। লক্ষণীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে কিছু মুসলিম সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয় যেখানে বেআইনি বা অপছন্দনীয় জিনিসগুলি ঘটে এবং তাদের কাজকে সমর্থন করার জন্য এই হাদীসটি উদ্‌ধৃত করে। নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য খোদায়ী শিক্ষার অপব্যাখ্যা করা উচিত নয় কারণ এটি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি এবং খোদায়ী শাস্তির আমন্ত্রণ।

পরিশেষে, মূল হাদিসটি মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়ে উপদেশ দেয় যে, যারা হাঁচি দেওয়ার পর মহান আল্লাহর প্রশংসা করে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে।

সহীহ বুখারী, ২৭১৪ নং হাদিসে প্রাপ্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

প্রথমত, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকলকে ভালো পরামর্শ দেওয়া উচিত। সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি স্পষ্টভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেভাবে উপদেশ দেওয়া যেভাবে তারা তাদের উপদেশ দিতে চায়। একজনের খারাপ অনুভূতি তাদের এই দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া উচিত নয় কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ পরামর্শ দেয় সে দেখতে পাবে যে লোকেরা তাদের ভুল পরামর্শ দেয়। আন্তরিক উপদেশ প্রদান করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, জামে আত তিরমিযী, 1925 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এই দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। প্রার্থনা হিসাবে। সত্য যে আন্তরিকভাবে অন্যদের উপদেশ এই বাধ্যতামূলক কর্তব্যের সাথে স্থাপন করা হয়েছে এর গুরুত্ব তুলে ধরে। তাই একজন মুসলিমকে কখনই এই সত্যটি উপেক্ষা করা উচিত নয়।

প্রত্যেক ব্যক্তি, ধর্ম নির্বিশেষে, এমন জিনিস পেতে ভালবাসে যা তাদের উপকার করবে এবং ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে অন্য মুসলমানদের জন্য তা পছন্দ করে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে। অন্যদের কাছে উপলব্ধ যেকোনো উপায়ে তারা নিজের জন্য পছন্দ করে এমন জিনিসগুলি পেতে চেষ্টা করে এটিকে একজনের

কর্মের মাধ্যমে দেখানো উচিত। একজন মুসলমানের কেবল তাদের কথার মাধ্যমে এই দাবি করা উচিত নয়।

আরেকটি অধিকার হল, তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করা উচিত। এটি একে অপরের প্রতি করুণাময় হওয়ার একটি দিক যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 48 আল ফাতহ, আয়াত 29:

" মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; এবং তার সাথে যারা... নিজেদের মধ্যে করুণাময়..."

প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলমান অন্যের জন্য প্রার্থনা করে তখন তারা নিজেরাই এর দ্বারা উপকৃত হয়। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 6927 নম্বর, যখন একজন মুসলমান গোপনে অন্য মুসলমানদের জন্য প্রার্থনা করে তখন একজন ফেরেশতা তাদের জন্য প্রার্থনা করেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল, একজন মুসলমানের উচিত অন্য মুসলমানদের জন্য তা পছন্দ করা এবং ঘৃণা করা যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আন্তরিক বিশ্বাসের শর্ত করেছেন।

একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের বৈধ আনন্দে খুশি হওয়া উচিত এবং আশা করা উচিত যে এটি তাদের জন্য স্থায়ী হবে। অন্য মুসলমান যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের দুঃখিত হওয়া উচিত এবং তাদের সাহায্য করা উচিত, এমনকি যদি এটি তাদের পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনাই হয়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 6011 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, মুসলিমরা একটি দেহের মত। শরীরের কোনো অংশ অসুস্থ হলে বাকি অংশ ব্যথায় অংশ নেয়।

একজন মুসলমান কখনই তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অন্য মুসলিম বা অমুসলিমকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবেন না কারণ এটিই হল একজন মুসলিমের সংজ্ঞা যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রদত্ত, জামি আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদীসে। , সংখ্যা 2627। প্রকৃতপক্ষে, মানুষকে নিজের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা একটি দাতব্য কাজ যা একজন ব্যক্তি নিজের জন্য করে। সহীহ মুসলিম, 250 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি নিজের জন্য একটি দাতব্য কাজ কারণ এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করে।

অন্যান্য মুসলমানদের অধিকারের মধ্যে রয়েছে তাদের পথ থেকে যেকোনো বাধা দূর করা। এতে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি রূপক বাধা রয়েছে যা তাদের ক্ষতি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 6670 নম্বর, পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তিকে এমন একটি গাছ অপসারণ করার জন্য জান্নাত দেওয়া হবে যা সহ মুসলিমদের দ্বারা ব্যবহৃত পথকে বাধা দিচ্ছিল।

এটা একজন মুসলমানের অধিকার যে, অন্য মুসলমানরা যখন তাদের উপর নিপীড়িত হয় তখন তাদের সাহায্য করে যেমন, আর্থিক সাহায্য, এবং যারা নিপীড়ন করে তাদের এই আচরণের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে সাহায্য করে। এটি সহীহ বুখারি, 6952 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, উপদেশ শুধুমাত্র তখনই দেওয়া উচিত যখন উপদেষ্টা জালিমের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে।

একজন মুসলমানকে পার্থিব কারণে তিন দিনের বেশি অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি নেই। এটি অনেক হাদিসে স্পষ্ট করা হয়েছে যেমন জামি আত তিরমিযী, 1932 নম্বরে পাওয়া একটি। অন্য মুসলিম থেকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এতটাই গুরুতর বিষয় যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সতর্ক করেছিলেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, 1740 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সকল মুসলমানকে ক্ষমা করে দেন যারা অন্য মুসলমানকে ত্যাগ করেছে যতক্ষণ না তারা পুনর্মিলন করে।

আরেকটি অধিকার হল, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে অহংকারপূর্ণ আচরণ করবে না। পরিবর্তে, তাদের নম্রতা প্রদর্শন করা উচিত যা সর্বদা স্নেহ এবং সমাজের মধ্যে প্রেমের বিস্তারের দিকে পরিচালিত করে। সুনানে আবু দাউদ, 4895 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বিপরীতে, অহংকার এবং অহংকার শুধুমাত্র সামাজিক বাধা এবং সমাজের বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করে। যদি কোন মুসলমানের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা হয় তবে তাদের একইভাবে উত্তর দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের ধৈর্য ও ক্ষমা করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে অন্যের প্রতি বিনয়ী হওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য। সুনানে আন নাসাই, 1415 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি কখনোই গরীব ও অভাবীদের সাথে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য হাঁটা অপছন্দ করবেন না।

একজন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমানদের সম্পর্কে গুজব বা গসিপের প্রতি কখনই মনোযোগ না দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি হয় সম্পূর্ণ অসত্য বা কল্পকাহিনীর সাথে মিশ্রিত কিছু তথ্য রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, এমনকি কারো অশুভ ইচ্ছা পূরণের জন্য সত্যকেও প্রেক্ষাপটের বাইরে মোচড় দেওয়া হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত যা বলা হয়েছে তা উপেক্ষা করা এবং পরচর্চাকারীকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া। তাদের কখনই অন্যদের কাছে পরচর্চার পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয় বা অন্যদের কাছে পরচর্চাকারীর উল্লেখ করা উচিত নয়। এটা গোপন করে তাদের আশা করা উচিত, মহান আল্লাহ উভয় জগতে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের কখনই অন্য মুসলমানদের গীবত করা বা অপবাদ দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি বড় পাপ। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 290 নম্বর, সতর্ক করে যে গল্প বহনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

একজন মুসলমানের কর্তব্য যে কোনো দুর্দশা থেকে অন্য মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য তাদের সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করা। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এটি করবে সে কিয়ামতের দিন কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। একই হাদিস উপদেশ দেয় যে যে ব্যক্তি

অন্য মুসলিমের আর্থিক ভার লাঘব করবে, মহান আল্লাহ তাদের উভয় জগতেই স্বস্তি দেবেন। তাই মুসলমানদের উচিত তাদের প্রতি সদয় হওয়া যারা তাদের কাছে ঋণী।

অন্য মুসলমানদের উপর একজন মুসলমানের আরেকটি অধিকার হলো, কোনো মুসলমান যদি অন্য কোনো মুসলমানের ওপর অন্যায় করে এবং তারপর তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে ভুক্তভোগীকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে দিতে হবে। এর ফলে মহান আল্লাহ তাদের পাপের শিকারকে ক্ষমা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 6592 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ক্ষমা করে, সে আরও সম্মানিত হবে।

এছাড়াও, একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানদের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা উচিত যা জামি আত তিরমিযী, 1921 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ, বড়দের সাথে সম্মানের সাথে এবং ছোটদের সাথে করুণার সাথে আচরণ করা উচিত। এই হাদিসটি সতর্ক করে যে, যারা এ ধরনের

আচরণ করে না তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 357 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহান আল্লাহকে সম্মান করার একটি অংশ হল বয়স্কদের সম্মান দেখানো। সকল মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টিরই অংশ, তাই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সম্মান করা আসলে সৃষ্টিকর্তাকে সম্মান করা, অর্থাৎ মহান আল্লাহ।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে তারা যা দেয় তাই তারা পাবে। জামে আত তিরমিযী, 2022 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখন একজন যুবক একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে তার বয়সের কারণে সম্মান ও সম্মান করে, তখন মহান আল্লাহ তায়ালা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে তাদের সম্মান করার জন্য কাউকে নিয়োগ করবেন।

অন্য মুসলমানদের প্রতি একজন মুসলমানের পাওনা আরেকটি অধিকার হল তাদের সাথে প্রফুল্ল থাকা যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ এড়ানো যায়। প্রকৃতপক্ষে, অন্য মুসলমানকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাদের হাসি দেওয়া একটি দাতব্য হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, 1956 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাকে জামে আত তিরমিযী, 2488 নং হাদিসে জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য। এটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারি, 7512 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে এটি এমন একটি আমল যা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এটির উপর আমল করে তাকে জান্নাতে একটি সুন্দর

কক্ষের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে জামে আত তিরমিযী, 1984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে।

অন্য মুসলিমদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমস্যার সমাধান করা মুসলমানদের দায়িত্ব। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2509 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, এটি করা স্বেচ্ছায় নামায, রোজা বা দানের চেয়ে উত্তম।

অন্য মুসলমানদের উপর একজন মুসলমানের আরেকটি অধিকার হলো, তার দোষ-ত্রুটি গোপন করা। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ একজন মুসলিমের দোষ ঢেকে দেবেন যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের দোষ গোপন করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 2546 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান অন্যের পাপকে উপেক্ষা করবে। কিন্তু এর অর্থ হল তাদের মৃদুভাবে এবং গোপনে পাপীকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং অন্যদের কাছে তাদের পাপের কথা উল্লেখ না করার পরামর্শ দেওয়া উচিত। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদেরকে অনুরূপ পাপ না করতে শেখাতে চায় তবে তাদের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা এবং মানুষের নাম না করে অন্যকে উপদেশ দেওয়া। এর একটি উদাহরণ সহীহ বুখারি, 6979 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তাই একজন মুসলিমের উচিত অন্যের দোষ-ত্রুটি স্ক্রীন করা যেমন মহান আল্লাহ তাদের দোষত্রুটি এবং অন্য সকলের ভুল স্ক্রীন করেন।

একজন মুসলমানের সবসময় এমন পরিস্থিতি এড়ানো উচিত যা অন্য মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও সন্দেহের জন্ম দেয়। এটি তাদের পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য যা সন্দেহজনক অন্যরা করতে পারে যেমন গীবত এবং অপবাদ। অন্য মুসলমানদের কাছে এই সুরক্ষা প্রসারিত করা তাদের জন্য ভাল ভালবাসার একটি অংশ যেমন একজন নিজের জন্য ভাল পছন্দ করে। সহীহ বুখারী, 3101 নং হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার রাতে তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা করেছিলেন। একই সাথে দুই সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত হেঁটে চলে গেলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ডেকে জানিয়েছিলেন যে তিনি তার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করছেন, অপরিচিত মহিলা নয়। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে একটি ভুল চিন্তাও তাদের মাথায় আসেনি। মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবলমাত্র এই পদ্ধতিতে সমস্ত মুসলমানদেরকে শেখানোর জন্য উত্তর দিয়েছিলেন যে অন্য মুসলমানদের চিন্তাভাবনা রক্ষা করার জন্য সন্দেহজনক হিসাবে দেখা যেতে পারে এমন কোনও কার্যকলাপকে স্পষ্ট করা উচিত।

এটি আরেকটি ধার্মিক বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত। অন্য মুসলমানদের খারাপ বোধ না করার জন্য যখন কেউ বৈধ কাজগুলি এড়িয়ে চলে তখন এটি হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্বামী প্রকাশ্যে তার বোনের মতো অন্যান্য মুসলিমদের সামনে তার স্ত্রীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেন না। যদিও, এটি সম্পূর্ণরূপে বৈধ কিন্তু তার বোনের সামনে এটি করা তার খারাপ অনুভব করতে পারে বিশেষ করে যদি তার স্বামী তার সাথে এমন কিছু না করে। এটি একটি উচ্চ স্তরের মহৎ চরিত্র যা বাধ্যতামূলক নয় বরং একটি মহান গুণ।

অন্য মুসলমানদের উপর মুসলমানদের আরেকটি অধিকার রয়েছে যে, তাদেরকে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন দিয়ে বরণ করা উচিত। এর মধ্যে এমন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যারা একজন চেনেন এবং যাদের একজন মুসলিম জানেন

না। অনেক হাদীসে এ নেক আমল করার গুরুত্ব ও ফজিলত আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে ইবনে মাজাহ, 68 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস, অন্যান্য মুসলিমদের কাছে শান্তির শুভেচ্ছা জানানোকে জান্নাতে প্রবেশের সাথে সংযুক্ত করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 86:

" এবং যখন তোমাকে সালাম দেওয়া হয়, তখন [প্রতিদানে] তার চেয়ে উত্তম দ্বারা সালাম কর অথবা [অন্তত] [অনুরূপভাবে] প্রত্যাবর্তন কর..."

জামি আত তিরমিযী, 2706 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান যখন অন্য মুসলমানের সাথে দেখা করে এবং যখন তারা তাদের ছেড়ে যায় তখন তাকে শান্তির শুভেচ্ছা জানানো উচিত।

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, শান্তির ইসলামিক অভিবাদন একটি ইঙ্গিত যে একজন মুসলিমকে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ শব্দ দিয়ে একজন মুসলিমকে স্বাগত জানাতে হবে না বরং তাদের প্রতিটি কথোপকথনে সদয় শব্দ বজায় রাখতে হবে। উপরন্তু, শান্তির এই প্রসারকে একজন মুসলমানের কর্মের মাধ্যমে দেখানো উচিত নয় শুধু কথার মাধ্যমে। এটি অন্যদের কাছে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন প্রসারিত করার প্রকৃত অর্থ।

একজন মুসলমানেরও উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা, যখন অন্য মুসলমানরা তাদের প্রতি সালাম

জানিয়ে তাদের সাথে করমর্দন করে। প্রকৃতপক্ষে, যে সমস্ত মুসলিমরা এটি করে এবং তাদের কথোপকথনের সময় কোনও পাপ এড়িয়ে চলে তাদের পৃথক হওয়ার আগে তাদের ছোট ছোট গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 5212 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অন্য মুসলমানদের যতটা সম্ভব অধিকার রক্ষা করা সকল মুসলমানের কর্তব্য, তারা পাপ কাজ না করে বা নিজেদের ক্ষতি না করে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের উচিত অন্যান্য মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করা যা প্রায়শই তাদের পিঠের পিছনে গীবত এবং অপবাদের আকারে লঙ্ঘিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলমানের ইজ্জত রক্ষা করবে সে বিচারের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

যদি অন্য মুসলমান খারাপ আচরণ করে তবে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার বজায় রাখা অন্য মুসলমানদের উপর কর্তব্য। উপরন্তু, তাদের উচিত তাদের ব্যক্তিগতভাবে তাদের চরিত্র পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া। জনসমক্ষে এটি করা তাদের বিব্রতকর অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এটি একজন মুসলমানের কর্তব্য যে অন্য মুসলমানদের বিব্রত না করা। এছাড়াও, যে ব্যক্তি বিব্রত হয় সে সম্ভবত রাগান্বিত হয়ে উঠবে এবং তাই তাদের দেওয়া ভাল উপদেশ গ্রহণ করার সম্ভাবনা কম।

অভাবী

পরবর্তী বন্ধন সকল মুসলমানদের অবশ্যই বজায় রাখতে হবে এবং তাদের অধিকার পূরণ করতে হবে যারা অভাবী বা যারা সামাজিকভাবে দুর্বল বলে বিবেচিত হয়, যেমন এতিম এবং বিধবা। মুসলমানদের তাদের যে কোন উপায়ে সমর্থন করতে হবে।

এই সমর্থনের একটি দিক হল বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করা যদি এটি তাদের উপর একটি বাধ্যবাধকতা হয়। একজন মুসলিমকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা একটি স্বনামধন্য এবং বিশ্বস্ত সংস্থা বা দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে দান করেছেন।

অনেক আয়াত এবং হাদিস স্বেচ্ছায় দাতব্য দানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে যেমন সহীহ মুসলিম, 1671 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে প্রতিটি মুসলমানের কাছ থেকে প্রতিদিন দাতব্য দান করা উচিত। এই একই হাদিসটি স্পষ্ট করে দেয় যে এই দানের সাথে শুধু সম্পদ দান করা নয় অন্যান্য নেক কাজও জড়িত।

অনেক হাদিসে এতিম ও বিধবাদের সাহায্য করার ফজিলত আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 6005 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি এতিমের যত্ন নেবে সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে থাকবে। স্বর্গে। সুনানে ইবনে মাজা, 3679 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে ঘরটিতে এতিমের যত্ন নেওয়া হয় তাকে সর্বোত্তম ঘর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

বিধবাদের ব্যাপারে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামে আত তিরমিযী, ১৯৬৯ নং হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো বিধবাকে সাহায্য করবে তাকে একজন মুসলিম সৈনিকের সমান সওয়াব দেওয়া হবে। প্রতিদিন রোজা রাখে এবং সারা রাত, প্রতি রাতে নামাজ পড়ে।

প্রতিবেশী

পরবর্তী বন্ধন সকল মুসলিমকে তাদের প্রতিবেশীর অধিকার বজায় রাখতে হবে এবং পূরণ করতে হবে।

সহীহ বুখারী, 6014 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে প্রতিবেশীদের সাথে এমনভাবে সদয় আচরণ করার জন্য তাকে উত্সাহিত করা হয়েছিল যে তিনি মনে করেছিলেন যে একজন প্রতিবেশী প্রতিটি মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হওয়া সত্ত্বেও তার দায়িত্ব প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। প্রথমত, এটা লক্ষ করা জরুরী যে ইসলামে একজন ব্যক্তির প্রতিবেশী সেই সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে যারা চল্লিশ ঘরের মধ্যে বসবাস করে। প্রতিটি দিকে একজন মুসলমানের বাড়ির দিকে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 109 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস থেকে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৭৪ নম্বর হাদিসে প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং বিচার দিবসকে সংযুক্ত করেছিলেন । শুধুমাত্র এই হাদিসটিই প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণের গুরুত্ব বোঝাতে যথেষ্ট। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন মহিলা যে

তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং অনেক স্বেচ্ছায় ইবাদত করেছে সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। যদি কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে, তাহলে তার প্রতিবেশীর শারীরিক ক্ষতি কতটা গুরুতর তা কল্পনা করা যায়?

প্রতিবেশী দ্বারা দুর্ব্যবহার করলে একজন মুসলমানকে ধৈর্য ধরতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সাথে এই ধরনের ক্ষেত্রে সদয় আচরণ করা। ভালো দিয়ে ভালো শোধ করা কঠিন নয়। একজন ভালো প্রতিবেশী সেই যে তার ক্ষতির প্রতিদান ভালো দিয়ে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের প্রতিবেশীর সম্পত্তির ব্যক্তিগত স্থানকে সম্মান করা তবে একই সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানানো এবং খুব বেশি হস্তক্ষেপ না করে তাদের সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়া। আর্থিক বা মানসিক সমর্থনের মতো একজন ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ যে কোনো উপায়ে তাদের সমর্থন করা উচিত।

একজন মুসলিমের উচিত সবসময় প্রতিবেশীর দোষ গোপন রাখা । যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করেন। আর যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন এবং প্রকাশ্যে তাদের অপমানিত করবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4880 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহার

এই বইটিতে অনেক অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা মুসলমানদের অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছে ঋণী। তাই এই শিক্ষার উপর আমল করা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক কারণ এগুলো ছাড়া একজন মুসলমানের ঈমান কখনোই পূর্ণ হবে না। এই ক্ষেত্রে, ঈমান দুটি অংশে গঠিত হতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে মহান আল্লাহর হক পূরণ করা। দ্বিতীয়ার্ধ মানুষের অধিকার পূরণ করছে। অতএব, একজন মুসলমানের ঈমান তখনই পূর্ণ হবে যখন তারা উভয় অর্ধেক পূরণ করবে।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe